দেবশিশুদের অ-রূপকথা

সাম্প্রতিক প্রকাশিত একটি বই পড়ে ভালোলাগা ভাগ করে নিলেন শিল্পী সৌম্যেন্দ্রনাথ মণ্ডল।

মার্চের শেষের দিক, প্রচণ্ড দুপুরে শহরের প্রাণকেন্দ্রে বুকভরা শুন্যতা নিয়ে থমকে আছে স্কয়ারফিল্ডের পুড়ে যাওয়া সবুজ। মাঠের পালের ছায়াতে বসে দেখছি গ্রাম থেকে আসা এক দম্পতি তাদের শিশু সন্তানকে নিয়ে ব্যস্ত; তাদের এই ব্যস্ততার কারণ ব্যাগ থেকে বার করা রকমারি খাবার দাবার আর রঙীন খেলনা। শিশুটির কোনোকিছুতেই খেয়াল নেই। সে শুধু হাঁসফাঁস দুপুরের ঘ্যানঘ্যানানিতে বিরক্তি প্রকাশে একনিষ্ঠ। দূরে রামধনু রঙা পোষাকে একটি ছেলে একটি মেয়ের হাত ধরে এই ভরদুপুরে মাঠের মধ্যেখান দিয়ে হেঁটে চলেছে একান্ত আলাপচারিতায় বুঁদ হয়ে। আমার কোলে চিত্তপ্রসাদের 'দেবশিশুদের অ-রূপকথা' বইটি। ফিকে আল্ট্রামেরিনের পাতাগুলো ওল্টাতে ওল্টাতে এক অদ্ভূত ধূসরতার মধ্যে প্রবেশ করেছি আমি। এক একটি ছবির পাশে সেই ছবি নিয়ে শিল্পী কৃষ্ণজিৎ সেনগুপ্তের মর্মস্পর্শী লেখা। ভাবছিলাম সত্যিই শিল্পী চিত্তপ্রসাদের এই কালজয়ী সিরিজের সাথে কৃষ্ণজিতের এই কাব্যিক বিশ্লেষণের যুগলবন্দি যদি এই মুহূর্তে সমাজের প্রতিটি মননশীল ও সৃষ্টিশীল মানুষের কাছে পৌছেঁ দেওয়া যেত ...!

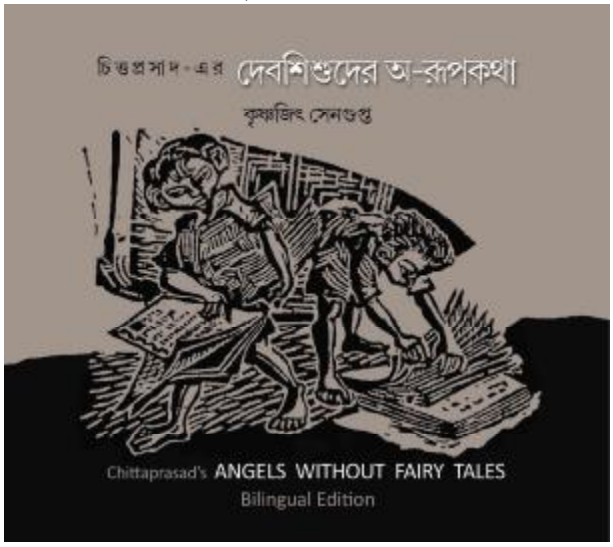

ধ্রুবপদ প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত এই অনবদ্য বইটি বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। সেই সময়ের ভারতবর্ষ তথা গোটা বিশ্বের শিল্পরসিকদের কাছে আদৃত মহান শিল্পী চিত্তপ্রসাদের ছাপছবির সাদা-কালো আঁচড় কিভাবে ক্ষুধা পিড়ীত, অবহেলিত শৈশবের অব্যক্ত যন্ত্রণাকে লিপিবদ্ধ করেছে, এই বই তার নিদর্শন হয়ে থাকবে। শিল্পী কৃষ্ণজিতের দরদী ও সুচারু লেখনভঙ্গি প্রতিটি ছবিকে দেখতে যেভাবে সাহায্য করেছে আমার বিশ্বাস প্রতিটি পাঠকের কাছে এ এক নুতন জানালা খুলে দেবে – যেখানে আ-দিগন্ত কাব্য জোৎস্নায় সাঁতার কাটতে কাটতে পাঠকমন খুঁজে পাবেন সমাজের, শহরের স্যাঁতসেঁতে চেনাগলির অন্ধকারে গুমরে মরা দেবশিশুদের স্বপ্নভঙ্গের দ্বীপরেখা, ইতিহাস ...।